



আমরা গও মূর্খ পথদ্রষ্টঃ আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিন

কুফযারদেরকে রক্ষার জন্য পশ্চিমা কাফিরদের মিত্র আরব শাসকদের অনুগত তথাকথিত আলিমদের বিভ্রান্তিকর কিছু ফতোয়া নিয়ে শাইখ হুসাইন বিন মাহমুদের কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক রচনামূলক একটি সংক্ষিপ্ত অথচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ লিখনি।

আলহামদু লিল্লাহি কাফা ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা ইবাদিল্লাযিনাসতুফা, আম্মা বা'দ। আরব উপদ্বীপে (কাফিরদের উপরে) বোমা হামলা বিষয়ে শর'য়ী হুকুম সম্পর্কে বর্তমান সময়ের বিখ্যাত কিংবা অখ্যাত, পরিচিত কিংবা অপরিচিত সম্মানিত শায়েখগন ও তালিবুল ইলমগন যতগুলো ফতোয়া ইস্যু করেছেন আমি তার সবগুলোই অত্যন্ত মনোযোগের সাথে আদ্যপান্ত পাঠ করেছি। সবার ফতোয়াগুলি পাঠ করে আমি দেখেছি যে তারা বিভিন্নজন বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করলেও কিছু অভিন্ন বিষয় তাদের সবার ফতোয়ার মধ্যেই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। আর সে বিষয়গুলো হলোঃ

- ১) এসব বোমা হামলাগুলো সংঘটিত হয়েছে কিছু মূর্খ ও প্রতারিত যুবকেরদ্বারা।
- ২) যে দেশে এ বোমা হামলাগুলো চালানো হচ্ছে সেগুলো ইসলামী দেশ।
- ৩) যাদের উপর এই হামলা চালানো হয়েছে তারা আহুল আমান, আহলুয যিম্মাহ অথবা আহুল হুদনা।
- ৪) এসব বোমা হামলায় হতাহতদের মধ্যে নিস্পাপ সাধারণ মুসলমানরাও রয়েছে।
- ৫) এ ধরনের আক্রমণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুফযারদেরকে সাহায্য করে, মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাতে, মুসলমান দেশে আক্রমণ চালাতে, দ্বীনের প্রচার প্রসার ও দা'য়ীদেরকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে কাফিরদেরকে অজুহাত তৈরি করে দেয়।

এইগুলো হলো তাদের ফতোয়াসমূহে উল্লিখিত মজবুত যুক্তি যার উপরে ভিত্তি করে তারা তাদের ফতোয়াগুলি ইস্যু করেছেন। বোমা হামলাকারী প্রতারণিত পথভ্রষ্ট যুবকদেরকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে সত্যের পথে ফিরিয়ে আনতে এবং ‘নিষ্পাপ’ মানুষদের রক্তপাত বন্ধ করে তাদের জান মালের নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার ‘মহান উদ্দেশ্যে’ এ ফতোয়াসমূহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ওয়েব সাইট ও ফোরামে প্রচার করা হয়েছে।

আর এই ফতোয়াসমূহকে মেনে নেয়া ছাড়া তো আমাদের কোনগত্যান্তরও নেই, কেননা আমরা অত বড়ো বিখ্যাত ও ‘গ্রহণযোগ্য মুফতীও’ ([১] ↑ কেননা এখানে গ্রহণযোগ্যতার প্রধান মানদণ্ড হলো পশ্চিমাদের গোলাম সৌদী শাসকদের মর্জি মারফি ফতোয়া প্রদানে হওয়া। আর তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন ফতোয়া দিলে জেল জুলুম গুম অবধারিত; অতিতের চেয়ে বর্তমান পরিস্থিতি আরও অনেক ভয়াবহ, অতিতে এখানকার সরকারী আলিম ওলামাগণ কিছু সত্য কথা বলতে পারলেও বর্তমানে তা একেবারেই অসম্ভব। (অনুবাদক)) নই, না আমরা বিশেষ স্তরের তালিবুল ইলম হওয়ারও যোগ্যতা রাখি।

কিন্তু তারপরও, একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে যে এই ফতোয়াগুলো আমাদেরকে কিছু বিষয়ে খুবই সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। সমস্যার প্রথম কারণ হলো, এই সব ফতোয়া দানকারী মুফতী সাহেবগণই আমাদেরকে এক সময় দারসে যা শিখিয়েছেন তা তাদের এই ফতোয়ার সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক; দ্বিতীয়তঃ এই ফতোয়াসমূহে যেসব সালাফ আস সালাহীনদের নাম নেয়া হয়েছে স্বয়ং সে সব সালাফদের ফতোয়ার সাথেও তাদের ফতোয়া প্রত্যক্ষভাবে সাংঘর্ষিক।

আমরা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করেছি, কিছু হাদিসও আল্লাহর মেহেরবানীতে পাঠ করেছি কিন্তু সে কুরআন হাদিস থেকে আমরা যা বুঝলাম তার সাথেও আমরা এসব ফতোয়ার কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছি না। তাই আমরা এখানে আমাদের মনে উদ্ভিত হওয়া কিছু প্রশ্ন তুলে ধরবো যে প্রশ্নগুলোর কারণে আমরা অনেক বিষয় একেবারে গোলমাল পাকিয়ে ফেলেছি। আশা করি আল্লাহ তায়ালা কোন মুফতী সাহেবদেরকে ইলহাম করে দিবেন আমাদের বোকামী ও বিদ্যা স্বল্পতার কারণে আমাদের অন্তরের মধ্যে যেসব উল্টা পাল্টা বুঝ ব্যবস্থা বাসা বেধেছে সে সম্পর্কে ‘সঠিক দিকনির্দেশনা’ দিয়ে আমাদেরকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে তুলতে।

প্রথম অভিযোগঃ

এসব বোমা হামলাগুলো সংগঠিত হয়েছে কিছু মূর্খ ও প্রতারণিত যুবকেরদ্বারা।

আমাদের প্রশ্ন হলো হে মাননীয় মুফতী সাহেবগণ! আপনারা কোথেকে জানতে পারলেন যে এসব বোমা হামলা মুজাহিদ মুসলিম যুবকেরা করেছে?

তাদের কেউ কি আপনাদের কারো কাছে বলেছে যে সে এই বোমা হামলা চালিয়েছে?

আপনারা কি আমাদেরকে এই মূল নীতি শিখাননি যে ادعى واليمين على من أنكر অর্থ্যাৎ যে কোন কিছু দাবী করবে সে প্রমাণ উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবে এবং যে অস্বীকার করবে সে কসম কাটবে?

এটা কি শরিয়তের একটি বিধান নয় যে যথাযথ দলীল প্রমাণ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করা যাবে না? কোন যুক্তিগ্রাহ্য ও

গ্রন্থযোগ্য দলীল প্রমাণ ছাড়া কেন তাহলে আপনারা আপনাদের অভিযোগের আঙ্গুল মুসলিম যুবকদের প্রতি তুললেন?

না কি মানুষের বিরুদ্ধে এ ধরনের প্রমানহীন অভিযোগ উত্থাপন আমাদের শরিয়তে জায়েয হয়ে গেছে? দয়া করে এ ব্যাপারে আমাদেরকে শর'য়ী বিধান জানাবেন, আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদেরকে এর উত্তম বিনিময় দান করবেন।

আমরা এ দাবীও করছি না যে মুজাহিদ যুবকেরা এ আক্রমণ করেনি, কিংবা এটাও নিশ্চিত করছি না যে তারাই এ কাজ করেছে। প্রশ্ন হলো আপনারা কোথেকে জানলেন যে এ কাজ তারাই করেছে? আপনারা কি BBC CNN থেকে তথ্য গ্রহণ করে থাকেন? না কি আপনারা আরব নিউজ নেটওয়ার্ক ([২] ↑ আরব নিউজ নেটওয়ার্ক হলো সিরিয়ার প্রয়াত প্রেসিডেন্ট হাফিয আল আসাদের ভাই বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের চাচা, নাস্তিক কম্যুনিষ্ট বাথ পার্টির অন্যতম ব্যক্তিত্ব রিফাত আল আসাদের প্রতিষ্ঠিত স্যাটেলাইট চ্যানেল।) থেকে শুনেছেন যাদের (নাস্তিকতাপূর্ণ) আদর্শ বিশ্বাস সম্পর্কে আপনারা ভালো করেই জানেন, আর যে সরকার এই নিউজ নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে সে সরকারের অবস্থা সম্পর্কেও সবাই জানে! আমাদেরকে কি আল্লাহ্ তায়ালা বলেননি যে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَلَيْقُ بَنِيًّا فَتَيَّبُوا أَلَا تُصِيبُوا فُؤَادًا يَجْهَلِيهِ فُتُصِيحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ تَائِمِينَ " " (الحجرات : 6)

হে ঈমানদাররা! কোন ফাসিক যদি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে তোমরা তা অবশ্যই যাচাই বাছাই করে নিও, যাতে এমন না হয় যে তোমরা না জেনে কোন জাতির উপর চড়াও হবে আর পরে তোমাদের কৃতকর্মের কারণে তোমাদেরকে লজ্জিত হতে হবে। (সূরা আল হুজুরাত, আয়াত ৬)

মুজাহিদদের দিকে আপনাদের অভিযোগের আঙ্গুলি উত্থাপন করে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার পূর্বে আপনারা কি তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা শরিয়াহ সম্মতভাবে যাচাই করে নিয়েছেন?

হে মহান মুফতী সাহেবগণ! আমরা জিহাদী আদর্শ দ্বারা 'প্রতারিত' হওয়ার পূর্বে দয়া করে শর'য়ী দলীল প্রমাণ দিয়ে আমাদেরকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলুন যে মুজাহিদগণ জাহিল ও প্রতারিত।

কতোই না ভালো হতো যদি যদিমক্কা কিংবা মদিনাতে এসব 'ইসলামী চিন্তাবিদ' ও মুজাহিদদের মধ্যে একটি রুদ্ধদ্বার আলোচনা সভা আয়োজন করা যেতো ([৩] ↑ আমেরিকানরা যাতে মুজাহিদদেরকে প্রেফতার করতে না পারে; কারণ আমাদেরকে যতদূর বলা হয়েছে সেমতে কাফির মুশরিকরা এই দুটি পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করে না। (প্রকাশ্যে না করলেও সরকারী নিরাপত্তা নিয়ে গোপনে তারা সেখানে প্রবেশ করে বলে অনেক দুর্মুখেরা বলে থাকে, তবে আমরা কিছু বললাম না।) এবং আলোচনা শেষে মুজাহিদদেরকে তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে আসার আশ্বাস দেয়া হতো- যাতে করে মুজাহিদগণ 'আপনাদের থেকে আল্লাহ্র কিছু কালাম' শুনে নিতে পারতো। ঠিক যেভাবে আপনারা আমেরিকানদেরকে পাহারা দিয়ে তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে থাকেন এবং বলেন যে তারা যেহেতু আহুল আমান অতএব তাদেরকে স্পর্শ করাও জায়েয নেই।

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে হেদায়াত দান করুন এবং নেক আমল করার তাওফীক দান করুন।

দ্বিতীয় অভিযোগঃ

যে দেশে এই আক্রমণ চালানো হয়েছে তা একটি নিরাপদ ইসলামী দেশ।

আমাদের মেধার ঘাটতি, বুদ্ধির স্বল্পতা, গভীর জ্ঞানের অভাব, গবেষণার অক্ষমতা- সব কিছু মিলিয়ে একটি জটিল বিষয় আমরা মোটেই উপলব্ধি করতে পারছি না; আমাদের মাথায় কিছু প্রশ্ন এসে সব গুলিয়ে ফেলছে। সে প্রশ্নগুলো হলো-

আফগানিস্তান কি একটি মুসলিম দেশ?

শীশান (চেচনিয়া) কি একটি মুসলিম দেশ?

ফিলিস্তিন কি একটি মুসলিম দেশ?

পূর্ব তুর্কিস্তান কি একটি মুসলিম দেশ?

বসনিয়া কি একটি মুসলিম দেশ?

আপনারাই তো ফতোয়া দান করেছেন যে এসব দেশে (কাফিরদের বিরুদ্ধে) বোমা ও বিস্ফোরকব্যবহার করা বৈধ এবং আপনারা এটাকে জিহাদ বলেছেন, তাহলে এই দেশের ক্ষেত্রে এমন কি ব্যতিক্রম ঘটলো যে এখানে সেই ফতোয়াপ্রযোজ্য হবে না?

আরব উপদ্বীপের বাইরে যে যুদ্ধ জিহাদ নামে অভিহিত হতে পারে, আরব উপদ্বীপের ভিতরে কেন তা জিহাদ না হয়ে সন্ত্রাসবাদ হয়ে যাবে ? আরব উপদ্বীপের বাইরে যুদ্ধে অনিচ্ছাকৃতভাবে সাধারণ মুসলিম নাগরিক নিহত হলে জিহাদের মাসআলায় তা যদি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহলে আরব উপদ্বীপের মধ্যে একই ঘটনা সংঘটিত হলে একই কারণে কেন মুজাহিদদেরকে খুনি বলা হবে? প্রয়োজনে বিন্দিং উড়িয়ে দেয়া আরব উপদ্বীপের বাইরে হলে যদি জিহাদ হয় তাহলে আরব উপদ্বীপের মধ্যে একই কাজকে কেন সন্ত্রাসী কার্যক্রম বলে আখ্যা দেয়া হবে? কাফিরদের সাথে মিত্রতা স্থাপনের কারণে অন্য অঞ্চলের শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যদি জিহাদ হয় তাহলে আরব উপদ্বীপের শাসকরা যখন কুফযারদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে তখন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কেন জিহাদ হবে না? আরব উপদ্বীপের বাইরের মুসলমান দেশে আগ্রাসী কুফযার সৈন্যদের বিরুদ্ধে পরিচালিত গেরিলা যুদ্ধ যদি জিহাদ হয় তাহলে আরব উপদ্বীপের আগ্রাসী কুফযার সৈন্যদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদকে কেন সন্ত্রাসবাদ বলে কলঙ্কিত করা হবে?

আমাদের সীমিত জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে চিন্তা করে আমরা যা বুঝতে পেরেছি তা হলো-

কাবুলের কারজাই সরকার নিজেদেরকে মুসলিম দাবী করে

রিয়াদের সৌদী সরকারও নিজেদেরকে মুসলিম দাবী করে

কাবুলের কারজাই সরকার আমেরিকান কাফির ক্রুসেডার সরকারের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছে

রিয়াদের সৌদি সরকারও আমেরিকান কাফির ক্রুসেডার সরকারের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছে।

আফগানিস্তানের পুতুল সরকার আল্লাহ্র শরিয়া প্রতিষ্ঠার লক্ষে জিহাদরত মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং রিয়াদের সৌদি সরকারও আল্লাহ্র শরিয়া প্রতিষ্ঠার লক্ষে যুদ্ধরত নেককার সংস্কারক মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

আফগানিস্তানে ক্রুসেডাররা উপনিবেশ স্থাপন করেছে, একইভাবে আরব উপদ্বীপে ক্রুসেডাররা আরও শক্তিশালী উপনিবেশ স্থাপন করেছে!!

কাবুলের পুতুল সরকারের প্রতিষ্ঠাতা হলো আমেরিকা আর রিয়াদের সৌদি সরকারের প্রতিষ্ঠাতা হলো বৃটিশরা এবং পরবর্তিতে আমেরিকা সেখানে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছে।

কাবুল সরকার যেমন অনেক ব্যাপারে আল্লাহ্র বিধান বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া বিধান দ্বারা শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে তেমনি রিয়াদ সরকারও অনেক ব্যাপারে আল্লাহ্র আইন বাদ দিয়ে মনগড়া আইনে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে।

আফগান জনগণ যেমন তাদের দেশ থেকে আমেরিকানদের উৎখাত করতে চায় তেমনি আরব উপদ্বীপের জনগণও তাদের দেশ থেকে আমেরিকানদের উৎখাত করতে চায়।

একমাত্র একটা পার্থক্য আছে এ দুটি দেশের মধ্যে।

আফগানিস্তানে আরব উপদ্বীপের মক্কা মদীনার মতো কোন পবিত্রস্থান নেই; প্রতিনিয়ত কুফযারদের দ্বারা যার সম্মান নষ্ট করা হচ্ছে।

একমাত্র এই একটি ‘অমিলের’ কারণে যদি আপনাদের ফতোয়া পাল্টে যায় এবং আরব উপদ্বীপে কুফযারদের দখলদারিত্ব বৈধ হয়ে যায় তাহলে দয়া করে বিষয়টি আমাদেরকে বুঝিয়ে বলুন, আল্লাহ্ আপনাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করবেন।([৪]↑ বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ আরব অঞ্চলের বিভিন্ন শাসক ও তাদের প্রতিষ্ঠাতাদের তালিকাঃ

মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, লেবানন এবং সিরিয়াতে তথাকথিত মুসলমান শাসকদেরকে ক্ষমতার মসনদে বসিয়েছে ফ্রান্স।

ওমান, আরব আমিরাতে, কুয়েত, বাহরাইন ও জর্ডানকে এসব তথাকথিত মুসলমান শাসকদের কাছে হস্তান্তর করে বৃটেন।

রিয়াদ, মিশর, কাতার এবং ইরাক ইতিপূর্বে তথাকথিত মুসলমান শাসকদের কাছে হস্তান্তর করেছে আমেরিকা।

ককটেল সরকারঃ সুদান, যে দেশটির বিরুদ্ধে এক সময় রিয়াদ ও মিশর সরকার উভয়ে সম্ভবতঃ একারণে যুদ্ধ করেছিলো যে তারা আমেরিকার কর্তৃত্ব মেনে নিতে ইচ্ছুক ছিলো না। আর রয়েছে লিবিয়া; আমরা এই বিষয়টি ভালো করে জানিনা যে মুসলমানদেরকে শাসন করতে লিবিয়া সরকারকে কে বসিয়েছিলো। go back)

অতএব, আমাদের প্রশ্ন হলোঃ

রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যদি জিহাদ হয়

হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যদি জিহাদ হয়

চীনের বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যদি জিহাদ হয়

সার্বদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যদি জিহাদ হয়

ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যদি জিহাদ হয়

ফিলিপিনোদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যদি জিহাদ হয়

ইরিত্রিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যদি জিহাদ হয়

তাজিক কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যদি জিহাদ হয়

বাথ পার্টির কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যদি জিহাদ হয়

তাহলে গোটা বিশ্ব জুড়ে মুসলিমদের উপর পরিচালিত প্রায় সকল হত্যাযজ্ঞের নাটের গুরু, মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে পরিচালিত সামগ্রিক যুদ্ধের পেছনের প্রধান চালিকা শক্তি আমেরিকান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত পবিত্র জিহাদ কি কারণে সন্তোষবাদ হয়ে গেলো!!!

এমন 'জটিল' বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করতে আমাদের 'সংকীর্ণ মেধা মনন' মোটেই সক্ষম নয়; আপনারা যদি আপনাদের 'ব্যাপক জ্ঞানের ভাণ্ডার' থেকে কিছু জ্ঞান বিতরণ করে আমাদের এসব 'অবাস্তব' সন্দেহ সংশয়সমূহকে একটু দূর করে দিতেন তাহলে বাধিত হতাম। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদের উপর রহম করুন।

তৃতীয় অভিযোগঃ

যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে তারা আহুল আমান, আহলু যিম্মাহ ও আহুল হুদনা।

এই আর একটি জটিল সমস্যা, আমরা যার কোন সমাধান আজ পর্যন্ত করতে পারিনি।

Obama-saudi02 আরব আরব উপদ্বীপে অবস্থানরত পশ্চিমা কুফ্যারদেরকে যদি আমরা আহলু যিম্মাহ বলতে যাই তাহলে তা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? কারণ আপনারা আমাদেরকে সালাফদের কিতাবাদি থেকে যা কিছু পড়িয়েছেন সেমতে আমরা জানি যে আহলু যিম্মাহ হলো সেই সব আহলে কিতাব(ইহুদী খৃস্টান) যারা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বসবাস করে এবং তাদের উপর ইসলামের আইন কানুন প্রয়োগ করা হয়; আর একথা সকলেরই জানা যে ইসলামী বিধান মতে আরব উপদ্বীপে কোন আহলু যিম্মাহ থাকার কোন বৈধতা নেই।

কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে- তোমরা ইহুদী খৃস্টানদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিস্কার করে দাও।[[৫]]↑ আরব উপদ্বীপ থেকে বিধর্মীদের বহিস্কারের হুকুম সম্বলিত হাদীস সমূহ থেকে হাদিস দুটি পাঠকের অবগতির জন্য মূল টেক্সট, রেফারেন্স ও তাহকীক সহ সহ তুলে ধরাছি-

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً

أُخرجهم مسلم 1767

عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال : آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم : ( أخرجوا يهود أهل الحجاز ، وأهل نجران من جزيرة العرب ، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) رواه أحمد (3/221) وصححه ابن عبد البر في "التمهيد" (1/169) ، ومدة قو المسند ، والألباني في "السلسلة الصحيحة"

1132

)

তাছাড়া আরব উপদ্বীপে থাকা এসব আমেরিকানদের উপর ইসলামী আইন কানুন বাস্তবায়ন করা হয় না; করবেই বা কে, কারণ শাসকরা নিজেরাই তো অনেক ক্ষেত্রে ইসলামী আইন কানুন বাদ দিয়ে মনগড়া আইন দিয়ে দেশ চালান। এই কাফিরদেরকে আরব উপদ্বীপের সর্বত্র চলা ফেরা করতে দেখা যায়। কখন এবং কিভাবে তারা আহুন্স যিম্মাহর আওতায় পড়বে দয়া করে আমাদেরকে উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

যদি তাদেরকে আহুন্স হুদনা হিসেবে বিবেচনা করতে চাই তাহলে আপনারা আমাদেরকে যা পড়িয়েছেন সেই মোতাবেক আহুন্স হুদনা হলো সেই সব (হারবী) যুদ্ধরত কাফির যাদের সাথে নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য এমন শর্ত সাপেক্ষে অনাক্রমণ চুক্তি হয়েছে যে তারা তাদের নিজ দেশে অবস্থান করবে, মুসলমানদের উপর কোন আক্রমণ করবে না এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাউকে কোন রকম সাহায্য করবে না।

অতএব আমরা এদেরকে এই দলেও ফেলতে পারছি না; কারণ এরা অবস্থান করছে মুসলমানদের ভূমি এবং ইসলামের কেন্দ্রভূমি জাযিরাতুল আরবে, তারা ইরাক, আফগানিস্তান, সোমালিয়া, ইয়েমেন, ফিলিপাইন, ফিলিস্তিন, সুদান, চেনিয়া, তাজিকিস্তান ও তুর্কিস্তান সহ পৃথিবীর প্রতিটি ইঞ্চি ভূমিতে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। অতএব কিভাবে তারা আহুন্স হুদনা হতে পারে! তাছাড়া আমাদের আরও প্রশ্ন রয়েছে, আমরা জানতে চাই কোন মুসলমান শাসক কি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ক্রুসেডারদের সাথে শান্তিচুক্তি করে তাদেরকে আহুন্স হুদনা ঘোষণার অধিকার রাখে?

তৃতীয়তঃ তাদেরকে যদি আপনারা আহুন্স আমান বলতে চান তাহলে আমাদের প্রশ্ন হলো- কে তাদেরকে আমান বা নিরাপত্তা দিয়েছে? এই নিরাপত্তাদাতা কি সেই শাসকরা নয় কাফিরদের সাথে মিত্রতা স্থাপনের কারণে যাদের কুফরের উপরে স্ফলারগণের ইজমা রয়েছে?([৬]শায়খ বিন বা'য রহঃ বলেন 'এ ব্যাপারে মুসলিম আলিম উলামা ফকীহদের মধ্যে ইজমা রয়েছে যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যদি কেউ কাফিরদেরকে সাহায্য করে কিংবা কোন রকম সহযোগিতামূলক চুক্তি সম্পাদন করে তাহলে সেইব্যক্তি নিঃসন্দেহে বিধর্মীদের মতোই কাফির। (মাজমু'য়াতুল

ফাতাওয়া ১/২৭৪)

এরা কি সেই শাসক নয় আল্লাহ্র নাবিল করা আইন বাদ দিয়ে অন্য আইন দিয়ে বিচার ফায়সালা করার কারণে যাদের কুফরের ব্যপারে উলামায়ে কেরামদের ইজমা রয়েছে?([৭] ইমাম ইবনে কাসীর রহঃ বলেন, খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ কোন বিধান বাদ দিয়ে কেউ যদি অন্য কোন আইনগ্রহণ করে তাহলে এব্যাপারে গোটা মুসলিমউম্মাহর আলিমদের ইজমা রয়েছে যে সে নিশ্চয়ই কুফরী করলো। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/১১৯)  
)

এরা কি সেই শাসক নয় যাদের কুফরের ব্যপারে এই কারণে উলামায়ে কেরামদের ইজমা রয়েছে যে এরা সুদ, বিভিন্ন রকম গুনাহের কাজ, বিদআত কুফরের মতো জঘন্যতম অপরাধসমূহকেও মনগড়া বানোয়াট আইনের মাধ্যমে বৈধতা দিয়েছে এবং দিন রাত মানুষের অন্তর থেকে ইসলামকে মুছে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত?([৮] ↑ ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ বলেন, এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর আলিমদের ইজমা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনিত শরিয়া আইন আইন বাদ দিয়ে অন্য কোন আইন অনুসরণের অনুমতি দিবে সে নিশ্চয়ই কুফরী করলো এবং তার কুফরির ধরণ হলো সে লোকদের কুফরের মতো যারা কিতাবের এক অংশের প্রতি ঈমান আনলো আর এক অংশকে প্রত্যাখ্যান করলো। (মাজমুয়া'তুল ফাতাওয়া ২৮/৫২৪))

সত্যিই বিষয়টি আমাদের কাছে খুবই জটিল আকার ধারণ করেছে; কারণ আমাদেরকে আপনারা যা লেখাপড়া করিয়েছেন তাতে এমন শাসকের পক্ষ থেকে কুফরারদেরকে দেয়া নিরাপত্তা চুক্তির কোন বৈধতা আছে বলেই তো আমাদের জানা নেই। বরং আমাদেরকে তো পড়ানো হয়েছে এমন শাসকের স্ত্রীদের সাথে(কুফরের কারণে) তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবে([৯] মুহাক্কিক ও মুহাদ্দিস ইমাম আহমাদ শাকির রহঃ বলেন, পরিস্থিতি খুবই দুঃখজনক! প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর এটা জেনে নেয়া খুবই জরুরী যে যে সকল (মুসলিম দাবীদার) লোকেরা তাদের নিজ জাতির মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র শত্রু কাফিরদের সাথে কোন রকম সাহায্য সহযোগিতামূলক মিত্রচুক্তি বা কোয়ালিশন করেছে এদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ লোকদের বৈবাহিকসম্পর্ক বাতিল হয়ে যাবে, এবং বৈবাহিক সম্পর্কের সাথে সম্পৃক্ত কোন কিছুই- উত্তরাধিকার, গার্জিয়ানশিপ- বহাল থাকবে না। এদের মধ্য থেকে কেউ যদি তাওবা করে পুনরায় তার স্বীন ইসলামে ফিরে আসতে চায়, আল্লাহ্র শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায় এবং মুসলিম উম্মাহকে সাহায্য করতে চায় তাহলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ হওয়ার জন্য অবশ্যই তা নবায়ন করে নিতে হবে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। (কালিমাতুল হাক্ব পৃ ১২৬-১৩৭)), সে কোন মুসলমান নারীর বিয়েতে গার্জিয়ান হওয়ারও বৈধতাও পাবে না; তাহলে এমন শাসক কি করে ইসলামের শত্রুদের সাথে শান্তিচুক্তি করার বৈধতা রাখতে পারে? যা আবার মুসলমানদেরকে মেনেও চলতে হবে বলে আপনারা মনে করেন!!!

শুধুমাত্র একটি বইয়ের মধ্যে ইসলামের উপর আঘাত হানার কারণে মিশরীয় এক লেখককে কাফির ফতোয়া দিয়ে উলামায়ে কেরাম যদি সে লেখকের স্ত্রীকে তার জন্য হারাম ঘোষণা করতে পারেন তাহলে যে শাসক ক্রুসেডারদের গোলাম হয়ে তাদের সাথে মিত্রতাস্থাপন করে, মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং দিন রাত ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকে তাকে কি আমাদের মুসলমান মনে করা উচিত?

দেখুন আমরা ইতিপূর্বে ঈমান ও ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়গুলো সম্পর্কে কিছুই জানতাম না, এই আপনারাই তো আমাদেরকে এগুলো শিখিয়েছেন; এখন আপনারা যদি আবার এগুলোকে রহিত করে দিতে চান তাহলে দয়া করে স্পষ্টভাবে আমাদের প্রতি হুকুম জারী করলেই তো পারেন, আমরা 'ইশারা ইঙ্গিতে বলা কথাবার্তা' আবার ভালো বুঝতে পারি না([১০] ইসলাম ভঙ্গকারী যেসকল কাজের কারণে মানুষ



ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে মুরতাদ হয়ে যায় তার মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হলো কাফিরদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করা; তাই কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করে তাহলে সে বা তারা যে ইসলাম থেকে সন্দেহাতীতভাবে বেরিয়ে যায় সে ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের দলীলের ভিত্তিতে উম্মতের ইজমা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- ‘তোমাদের ভিতর থেকে যে তাদের (কাফিরদের) সাথে মিত্রতা স্থাপন করবে সে নিঃসন্দেহে তাদেরই (কাফিরদের) দলভুক্ত। (সূরা আল মা-য়েদা, আয়াত ৫১) )!!

bush saudi02 আরও একটি বিষয় আমাদের জন্য পেরেশানির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; বিষয়টি হলো যে সব কাফিররা মুসলমানদেরকে হত্যা করতে উদ্বৃত্ত তাদেরকে কি আহুল আমান বানানো বৈধ? তাহলে যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানদেরকে হত্যা করেছে এবং করেই চলছে তাদের সাথে কিভাবে শান্তিচুক্তি করা বৈধ হয়? আচ্ছা ধরেই নিলাম ‘আপনাদের কাছে’ এটা বৈধ; কিন্তু শান্তিচুক্তির নামে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জুসেডারদেরকে মুসলমানদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালানোর জন্য মুসলমান ভুখণ্ডে(জাযিরাতুল আরবে!) নৌ, বিমান, স্থল ঘাটি স্থাপন করতে দেয়া, তাদেরকে সব ধরণের রসদ সরবরাহ করা- এসব আল্লাহ্ কুরআন ও তাঁর রসূলের হাদীসে উল্লেখিত শান্তিচুক্তির বিধান অনুযায়ী বৈধ???

আপনারাই তো আমাদেরকে পড়িয়েছেন যে কোন মুসলমানও যদি অন্য কোন মুসলমানকে হত্যা করে তাহলে সেহত্যাকারী ব্যক্তিকে যদি অন্য কোন মুসলমান (তার উপর হদ কায়েম হওয়া ঠেকাতে) নিরাপত্তা দেয়ার ঘোষণা দেয় তাহলে তার সে নিরাপত্তা কিছুতেই কার্যকর নয়।

তাহলে একজন মুসলমান হত্যাকারীকে দেয়া একজন মুসলমানের নিরাপত্তা যদি কার্যকর না হয় তাহলে সেই কাফিরদের ব্যাপারে দেয়া কারো নিরাপত্তা কিভাবে বৈধ কার্যকর হতে পারে যে কাফিররা যারা লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যার দায়ে দোষী, যারা লক্ষ লক্ষ মুসলমানের বাড়িঘর ধংস করা, সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া, সম্মান হানি করা, হাজার হাজার মুসলিম নারীর ইজ্জত হরণের দায়ে দোষী???

আমরা আমাদের ‘অপারগতা’ স্বীকার করে নিচ্ছি যে আমরা ভালো গবেষক নই; তাই আমরা আল্লাহ্ কুরআন এবং তাঁর রসূলের সূন্যাহকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এমন নিরাপত্তা চুক্তির কোন উদাহরণ খুঁজে পাইনি। আমরা তাওরাত ইঞ্জিলও খুঁজে দেখেছি সেখানেও এমন নিরাপত্তা চুক্তির কোন নজীর খুঁজে পেলাম না; এমনকি হিন্দু বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ খুঁজে দেখেছি, মানব রচিত তথাকথিত আন্তর্জাতিক আইনও খুঁজে দেখেছি কিন্তু কোথাও এমন ধরণের ‘শান্তি চুক্তির’ উপমা খুঁজে পেলাম না। ইসলামিক হোক কিংবা অনৈসলামিক হোক এমন ‘শান্তি চুক্তির’ বৈধতা কোথায় গেলে খুঁজে পেতে পারি দয়া করে তার খোঁজ দিয়ে আমাদেরকে বাধিত করুন। আল্লাহ্ আপনাদেরকে অনেক উত্তম বিনিময় দান করবেন!!

ইবনুল কাইয়্যেম ‘নামক এক ব্যক্তি’ (লোকেরা তাকে আবার ইসলামিক স্কলারও বলে থাকে) তার যাদুল মা’আদ নামক গ্রন্থে বলেছেন-

‘আল্লাহ্ রসূলের সীরাহ থেকে এ ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, তিনি কোন সম্প্রদায়ের সাথে কোন শান্তিচুক্তি সম্পাদন করার তাদের কোন এক ব্যক্তিও যদি সে শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করতো তাহলে তিনি তাদের সকলের উপর আক্রমণ করতেন এবং তাদের সকলকে চুক্তি ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য করতেন। এমনটিই ঘটেছিলো বনু কুরায়যা, বনু নুযায়ের ও বনু কাইনুকা ও মক্কাবাসীদের সাথে। বিশ্বাসঘাতক ও চুক্তিভঙ্গকারীদের সাথে এমন আচরণ করাটাই হলো আল্লাহ্ রসূলের সূন্যাহ।

ইবনুল কাইয়্যেম রহঃ আরও বলেন যে, ‘ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ ইস্টার্ন খৃস্টানদের উপর আক্রমণের বৈধতা দিয়ে ফতোয়া জারী করেন

যখন তারা মুসলমানদের শত্রুদেরকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলো যদিও তারা নিজেরা মুসলমানদের উপর কোন আক্রমণ করেছিলো না; কিন্তু ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ তাদেরকে চুক্তি ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য করেছেন যেভাবে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মিত্রের বিরুদ্ধে বনু বকর বিন ওয়ায়েলকে সাহায্য করার কারণে মক্কার কুরায়শকে চুক্তি ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য করেছিলেন’।

bush-saudis01 যারা নিজেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি তাদের ক্ষেত্রেই যদি এই ফায়সালা হয়ে থাকে তাহলে যে আমেরিকান ও বৃটিশ ও অন্যান্য কাফিররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধে সকল উপায় ও সাজ সরঞ্জাম ব্যবহার করে যাচ্ছে তাদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত হবে?

এই ‘ইবনুল কাইয়েম নামক লোকটির’ এসব বক্তব্য আমাদের অন্তরের ‘সন্দেহ সংশয়’ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে এবং আমাদের একান্ত ‘অনিচ্ছা’ সত্ত্বেও আমাদেরক ‘টেরিস্ট’ মুজাহিদদের কথা মেনে নেয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের এই সন্দেহ সংশয় দূর করে দিতে পারে এমন জবাব দিয়ে আমাদেরকে দয়া করে নিশ্চিত করুন; আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদেরকে অনেক উত্তম বিনিময় দান করবেন।

চতুর্থ অভিযোগঃ

এই সব আক্রমণে অনেক নিষ্পাপ মুসলমান হতাহত হয়েছে।

ইবনে তাইমিয়া নামক এক ব্যক্তি ( শুনেছি কেউ কেউ আবার তাকে শায়খুল ইসলামও বলে থাকে) বলেন-

‘এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামদের ইজমা রয়েছে যে, কাফিররা যদি তাদের কাছে থাকা মুসলিম বন্দিদেরকে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এবং যদি দেখা যায় যে তাদের উপর আক্রমণ না করা হলে অন্য মুসলিমরা বিপদের সম্মুখীন হতে পারে তাহলে তাদের উপর আক্রমণ করতে হবে, যদি তাতে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত মুসলমান ব্যক্তির নিহতও হয়’।([১১]মাজমু’আতুল ফাতাওয়া ২৮/৫৩৭-৫৪৬ এবং ২০/৫২ )

ইবনে কাসিম নামক ‘অন্য এক ব্যক্তি’ আবার তার টিকায় বলেন যে তিনি তার আল ইনসাফ নামক গ্রন্থে বলেছেন যে কাফিররা যদি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তাহলে তাদের উপর আক্রমণ করা বৈধ নয়; কিন্তু আক্রমণ না করলে অন্য মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে অবশ্যই তাদের উপর আক্রমণ করতে হবে, তাতে যদি সে মুসলমান ব্যক্তি নিহতও হয় তবুও; আর এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের কোন মতপার্থক্য নেই।([১২] আল হাশিয়াতুর রওদাহ ৪/২৭১)

আপনারাই তো আমাদেরকে ইসলামী আইন কানূনের ব্যখ্যা গ্রহণের ক্ষেত্রে সালাফদের কথা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা শিখিয়েছেন, এখন কি আপনারা তাদের কথা ছুড়ে ফেলে দিয়ে আপনাদের কথা অনুসরণ করতে বলছেন? আমরা এখন একেবারেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি; এক দিকে আপনারা আর এক দিকে ‘টেরিস্ট’ মুজাহিদরা। তারা আমাদেরকে বলছে জিহাদের ব্যাপারে অবশ্যই সালাফদের পথ অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক; আর আপনারা বলছেন আপনাদের কথা শুনতে।

চিন্তা করবেন না! আমরা ‘টেরিস্টদের’ পক্ষে নই, আমরা আপনাদের পক্ষে। আমরা এটা স্বীকার করি যে নিরপরাধ মুসলিমদেরকে হত্যা করা নিষিদ্ধ এবং এটা একটা মারাত্মক কবীরা গুনাহ.....

তাহলে আপনারা কি এই ব্যপারে একমত পোষণ করবেন যে শুধুমাত্র পশ্চিমা কাফিরদেরকে হত্যা করা বৈধ? যদি আপনারা এই বলে আপত্তি উত্থাপন করেন যে তারা বেসামরিক সাধারণ নাগরিক তাই তাদেরকে হত্যা করা বৈধ নয় .....

তাহলে আপনারা কি অন্ততঃ এই ব্যপারে একমত পোষণ করে ফতোয়াপ্রদান করবেন যে মুসলমানদেরকে হত্যা, মুসলিম দেশে আগ্রাসন ও লুণ্ঠন ও ইজ্জত হরণ ইত্যাদি কারণে আরব উপদ্বীপে অবস্থানরত আমেরিকান সৈন্যদেরকে হত্যা করা বৈধ?

যদি আপনারা বলতে চান বোমা হামলা করে তাদেরকে হত্যা করতে গেলে নিরপরাধ মুসলমানদের হতাহত হওয়ার আশংকা আছে বিধায় এটা বৈধ নয়, তাহলে আমরা বোমা বিস্ফোরক ব্যবহার না করে যদি ambush করে মুসলমানদের কোন ক্ষতি না করে শুধু কাফির সৈন্যদেরকে হত্যা করি তাহলে আপনারা এই ব্যপারে কি বৈধতার ফতোয়া দিবেন?

অনুগ্রহপূর্বক আপনারা একটা ফতোয়া, কিংবা অর্ধেক ফতোয়া, কিংবা এক চতুর্থাংশ ফতোয়া হলেও দিন যে আগ্রাসী হানাদার সৈন্যদেরকে হত্যা করা অন্ততঃ বৈধ, যেখানে সালাফ আস সালাহীন সর্বসম্মতিক্রমে এই ফতোয়া প্রদান করেছেন যে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয। ([১০]শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ বলেন, ‘ঈমান আনয়নের পর একজন মুসলমানের সর্ব প্রথম ফরয হলো সেই সব কাফির আগ্রাসী সৈন্যদেরকে বিতাড়িত করা যারা মুসলমানদের উপর আগ্রাসন চালিয়েছে।(মাজমু’আতুল ফাতাওয়া ৪/৬০৮)) আল্লাহ্ তায়ালা নিশ্চয়ই এর বিনিময়ে আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করবেন।।

আর যদি আপনারা এই ফতোয়া দিতে একান্তই আগ্রহী না হন তাহলে আপনারা এই ফতোয়া দিয়ে দিন যে আগ্রাসী হানাদার কাফির সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হারাম; তাহলে আমরা একটা দিক থেকে অন্ততঃ নিশ্চিত হয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার বৈধতা পেতে পারি।  
পঞ্চম অভিযোগঃ

এ ধরনের আক্রমণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুফরারদেরকে সাহায্য করে, মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাতে, মুসলমান দেশে আক্রমণ চালাতে, দ্বীনের প্রচার প্রসার ও দা’য়ীদেরকে বিভিন্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে কাফিরদেরকে অজুহাত তৈরি করে দেয়।

এই বক্তব্যটি আরও ভয়ানক বিভ্রান্তিকর।

কারণ আমরা দেখেছি যে এ কুফরাররা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র সব সময়ই করে চলছে, মুসলমানদের কোন কর্মকাণ্ডের কারণে তারা এ ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেনি এবং কখনো তারা তা বন্ধও করবে না। এরা বিগত ১৪শত বছর ধরেই আমাদেরকে সম্ভাব্য সকল পন্থায় উৎপাত করে আসছে; এটা তারা নিউইয়র্ক ওয়াশিংটনে বিমান হামলা, রিয়াদ ও খোবারের বোমা হামলা, আরব উপদ্বীপে, ফিলিস্তিনে ও আফগানিস্তানে উপনিবেশ স্থাপনেরও পূর্বে থেকে। আল্লাহ্ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিন মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন সেদিন থেকেই তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবিরাম ষড়যন্ত্র করেই চলছে, কোন কিছুই তাদেরকে থামাতে পারেনি।

আমরা মনে করি এই কুফরাররা যদি সক্ষম হয় তাহলে আমাদেরকে আমাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত করার আগে কখনো আমাদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ বন্ধ করবে না, তাতে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ করি বা না করি।([১৪]দয়া করে আপনারা আমাদেরকে শিখিয়ে দিন কিভাবে সূরা

আল বাকারার ২১৭ নং আয়াতটির বিকৃতি সাধন করবো যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন- ‘তারা তোমাদের বিরুদ্ধে ততোক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ করবে না যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে তোমাদেরদ্বীন থেকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হবে।) আমরা কতোই না বোকা!!!

আমরা ভেবেছি যে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এই কাফিরদের আদর্শের অনুসরণ না করবো ততোক্ষণ তারা কিছুতেই আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবে না, তাতে আমরা তাদেরকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেই কিংবা না দেই!!!([১৫] ↑ দয়া করে আমাদেরকে শিখিয়ে দিন কিভাবে আমরা সূরা আল বাকারার ১২০ নং আয়াতটির অর্থ বিকৃত করবো যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন- ‘ইহুদী নাসারারা কখনো তোমাদেরপ্রতি খুশী হবে না যতক্ষণ তোমরা তাদের আদর্শের অনুসরণ না করবে।  
)আমরা কতোই না প্রতারিত!!

আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে এই কাফিররা মানুষদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে তাদের অর্থ সম্পদ খরচ করা কখনো বন্ধ করবে না, তাতে আমরা তাদের জন্য ঘাঁটিতে ওঁত পেতে থাকি কিংবা না থাকি([১৬] অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরকে বলে দিন কিভাবে আমরা সূরা আল আনফালের ৩৬ নং আয়াতের বিকৃতি সাধন করবো যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন ‘নিশ্চয়ই কাফিররা মানুষদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করতে থাকবে’ ...। )!!! কতোই না মূর্খ আমরা!!

আমরা মনে করেছিলাম যে এই কুফযাররা আমাদেরকে পাপিষ্ঠ বানানোর ষড়যন্ত্র বন্ধ করবে না এবং আমাদের দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধও করবে না, তাতে আমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করি কিংবা না করি।([১৭] আমাদেরকে সূরা আ-লে ইমরানের ১১৮ নং আয়াতকে বিকৃত করার উপায় বলে দিন যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন-‘হে ঈমানদাররা! তোমরা তোমাদের ঈমানদারদেরব্যতীত কাউকে মিত্র, উপদেষ্টা কিংবা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো না; কারণ তারা তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে তাদের চেষ্ঠার কোনক্রটি করবে না; তারা তো চায় তোমাদের ভয়াবহ রকমক্ষতি করতে; ঘৃণা বিদ্বেষ ইতিমধ্যে তাদের মুখ থেকে প্রকাশই হয়ে পড়েছে, আর তাদের অন্তরে যা গোপন রয়েছে তা আরও জঘন্যতম; আমি তোমাদের জন্য আমার আয়াতসমূহকে স্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিলাম, যদি তোমাদের একটু আকল জ্ঞান থাকে (তাহলে এর মর্ম তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে।) )

হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি কিছুতেই কুরাইশ কাফেলাকে আক্রমণ করবেন না; তাহলে তারা এটাকে অজুহাত বানিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ করবে!!

হে আল্লাহ্র রসূল! আরব উপদ্বীপের কুফযারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না, তাহলে তারা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপনার বিরুদ্ধে আক্রমণ করবে!!([১৮] আমাদেরকে একটু সূরা আ-লে ইমরানের ১৭২-৭৩ আয়াতসমূহ বিকৃত করার পথ বাতলে দিন যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন-‘যারা আহত হওয়ার পরও আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আহবানে সাড়া দিয়েছে, তাদের যারা উত্তম আমল করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য রয়েছে এক মহা প্রতিদান। যাদেরকে (মুনাফিক) লোকেরা বলেছিলো যে ‘তোমাদের (শায়েস্তা করার) জন্য (মুশরিক) বাহিনী জড় হয়েছে অতএব তাদেরকে ভয় করো’; একথা শুনে তাদের ঈমান আরও বেড়ে গেলো এবং তারা বললো ‘আমাদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালাই যথেষ্ট, আর তিনি কতোই না উত্তম কর্মবিধায়ক।)

হে আল্লাহ্র রসূল! রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে আপনি সৈন্য সমাবেশ ঘটাবেন না, তাহলে সে আপনার বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ ঘটালে আপনি তার সেনাবাহিনীর সামনে দাড়াতেই পারবেন না!! আপনার উচিৎ তাদেরকে আলাপ আলোচনা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কের মাধ্যমে ইসলামের

দাওয়াত প্রদান করা, কলম ও জিহবার দ্বারা যুদ্ধ করা, কিছুতেই তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা উচিত নয়।

হে আল্লাহর রসূল! আপনি উসামা বিন যায়েদের বাহিনীকে প্রেরণ করবেন না!!

হে আল্লাহর রসূলের খলীফা! আপনি উসামা বিন যায়েদের বাহিনীকে থামান, আমরা রোমানদের সামনে কিছুই নই, কোথায় রোম সাম্রাজ্য আর কোথায় আমরা!

হে আল্লাহর রসূলের খলীফা! আরবরা মুরতাদ হয়ে গেলেও আপনার তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত নয়, আপনার উচিত মদিনায় থাকা, তাদেরকে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় নম্রতার সাথে দাওয়াত দেয়া; কেননা আমাদের অবস্থা এখন দুর্বল; তারা শুধু যাকাত না দিলে কি হয়েছে তারা তো এখনো কালিমার স্বীকৃতি দেয়, সালাত আদায় করে!!!([১৯] ওমর রাঃ আবু বকর রাঃকে বলেছিলেন যে আপনি কিভাবে গোটা জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন? এই সংকটময় সময়ে না করলেও তো হয় কারণ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, ‘আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা যখন একবার স্বীকৃতি দিবে তখন তাদের জান মাল নিরাপদ একমাত্র ইসলামের (বিধিবদ্ধ) অধিকার ছাড়া’। আবু বকর রাঃ তখন বলেন, যাকাত নিঃসন্দেহে ইসলামের অধিকারসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবং আমি আল্লাহর কসম কেটে বলছি, তারা আল্লাহর রসূলের সময় যে ছোট বকরিটি দিতো এমন একটি ছোট বকরি দেয়া থেকেও যদি বিরত থাকে তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে সেটি আদায় না করা পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবো। (সহীহ আল বুখারী, মুরতাদদের প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট অধ্যায়))

হে আল্লাহর রসূলের খলীফা! বিশ্বের পরাশক্তির সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া আপনার কিছুতেই উচিত নয়; কারণ তাদের সাথে টিকে থাকার কোন সম্ভাবনা নেই!! বরং আপনার উচিত আলাপ আলোচনা, সেমিনার সিম্পজিয়াম প্রচার মাধ্যম ইত্যাদি উপায়ে তাদেরকে দাওয়াত দেয়া।

আমরা কতোই না অন্ধ!!

আমরা হলাম গওমূর্খ পথভ্রষ্ট ইঁচড়ে পাকা কিছু যুবক! আমরা বুঝে শুনে কাজও করি না কথাও বলি না। আমরা ধৈর্য স্থিরতার ধার ধারি না, সব ক্ষেত্রে শুধু তাড়াহুড়া করি!! আমরা একই সাথে গোটা দুনিয়ার কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে চাই যেভাবে তারা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে!!([২০] প্লীজ আমাদেরকে সূরা আত তাওবার ৩৬ নং আয়াতকে বিকৃত করার উপায় বলে দিন যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন-‘তোমরা সকল মুশরিকদের সাথে একই সাথে ব্যপকভাবে যুদ্ধ করো যেভাবে তারা তোমাদের সাথে সকলে এক হয়ে যুদ্ধ করে’।)

সুবহানাল্লাহ!!

আমরা যে মূর্খতার মধ্যে ডুবে আছি তা সত্যিই ‘দুঃখজনক’! যখনই আমরা সুযোগ পাই, যখনই জিহাদের আহ্বান আসে আমরা যেন মৃত্যু খুঁজতে ময়দানে ছুটে যাই। আমরা কেমন চিন্তাই না করি!([২১] দয়া করে আমাদেরকে এমন কিছু দলীল প্রমাণ দিন যাতে আমরা আবু হুরায়রা রাঃ এর বর্ণিত সে হাদিসটিকে পরাস্ত করতে পারি যেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়ার পিঠে বসে লাগাম ধরে সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং যখনই সে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হওয়ার(জিহাদের)

আহবান শুনতে পায় তখন মৃত্যুর সন্ধানে নিহত (শহীদ) হওয়ার তামান্নায় সেদিকে ছুটে যায়। (সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৩৫০৩ এবং ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩৯৬৭) )

যখনই কুফরাররা আমাদের ভাইদেরকে হত্যা করে, আমাদের মাসজিদসমূহ ধ্বংস করে আমাদের ভূমিতে আগ্রাসন চালায় আমরা ‘বোকার মতো’ তাদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ি!!!([২২] ↑ আপনারা আমাদেরকে বাতলে দিন আমরা সূরা আন নিসার ৭৫ নং আয়াতের অর্থ কিভাবে বিকৃত করবো যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন- ‘কি হলো তোমাদের! তোমরা কেন দুর্বল নির্ধারিত অসহায় নারী পুরুষদেরকে রক্ষার জন্য আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করছো না? যারা চিৎকার করে বলছে, ‘হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে এই জনপদ থেকে বের করে নিয়ে যাও যার অধিবাসিরা হলো যালিম, তুমি আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক পাঠাও এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী দাও’।)

কি হবে যদি ইহুদী খৃস্টানরা (১) আল্লাহ্র উপর ঈমান না রাখে (২) আখেরাতে বিশ্বাস না করে (৩) আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তাকে নিষিদ্ধ না মানে (৪) এবং আল্লাহ্র দেয়া শাপ্ত সত্য দ্বীনকে দ্বীন হিসেবে গ্রাহ্য না করে!! আমাদের কিছুই করা উচিত নয়; কারণ এটা তাদের অধিকার, অন্যের ব্যাপার নিয়ে নিশ্চয়ই আমাদের মাথা ঘামানো উচিত নয়; এটা বিংশ শতাব্দীর মুক্ত বুদ্ধি চর্চা ও স্বাধীনতার বিষয়। আমরা কতোই না পশ্চাদপদ চিন্তার অধিকারী!!!([২৩] দয়া করে আমাদেরক বলুন সূরা তাওবার ২৯ নং আয়াতকে আমরা কিভাবে বিকৃত করবো যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন-‘তোমরা সেসব ইহুদী খৃস্টানদের বিরুদ্ধে- যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান রাখে না, আখিরাতে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ্ এবং তার রসূল যা কিছু হারাম করেছেন তা হারাম মানে না, সত্য দ্বীনকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে না- অবিরাম যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ তারা লাক্ষিত হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া কর না দিবে’।)

আমরা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল, হালকা এবং ভারি, নিরাপদ ও বিপদাপন্ন সকল অবস্থায় যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছি!!!([২৪] দয়া কর একটি ক্লাস নিয়ে আমাদেরকে শিখিয়ে দিন আমরা কিভাবে সূরা আত তাওবার ৪১ নং আয়াতকে বিকৃত করবো যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন-‘তোমরা বেরিয়ে পড়ো হালকা কিংবা ভারী উভয় অবস্থায় এবং তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করো; এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে!) আমরা ভেবেছিলাম জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের শীর্ষ চূড়ায় পৌছতে পারবো।([২৫] আমাদেরকে বলুন আমরা সেই হাদিসকে কিভাবে পাশ কাটিয়ে যেতে পারি যে হাদিসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-‘দ্বীনের প্রধানতম বিষয় হলো ইসলাম, এর স্তম্ভ হলো সালাত এবং শীর্ষ চূড়া হলো জিহাদ। তিরমিযী হাদিস নং ২৬১৬ ইমাম আলবানী সহীহ সাব্যস্ত করেছেন, ইবনে মাজাহ হাদিস নং ৩৯৬৩ এবং মুসনাদে আহমাদ ২১০০৮)) আমরা কতোই না মুর্খ, সুবহান আল্লাহ্!!

আমরা পূর্বাপর না ভেবে আমাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দিয়েছি।([২৬] সূরা আল বাকারার ১৯৫ নং আয়াত ‘তোমরা তোমাদেরকে নিজ হাতে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না’ এর ব্যখ্যায় আবু আইয়ুব আল আনসারী রাঃ যে বলেছেন এখানে ধ্বংস অর্থ হলো ‘জিহাদ ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকা’ একথা আমরা কিভাবে প্রতিহত করবো আমাদেরকে একটু তা শিখিয়ে দিন।)

জিহাদ!!!

জিহাদ!!!

জিহাদ!!!

আমরা জিহাদ ছাড়া কিছুই বুঝি না??

কি হয়েছে! শত্রুরা আমাদের দেশে আগ্রাসন চালিয়েছে, আমাদের দেশ দখল করে নিয়েছে, আমাদের জান মাল তাদের জন্য হালাল বানিয়ে নিয়েছে, আমাদের দ্বীনের সত্যতার ব্যপারে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে!! এই সব বিষয় সমাধান করার জন্য জিহাদ ছাড়া কি কোন উপায় নেই??

কেন আমরা ঘরে বসে থাকা জিহাদ পরিত্যাগকারী লোকদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি না যারা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এসব সমস্যার সমাধান প্রদান করছেন!!([২৭] দয়া করে আমাদেরকে বলুন সূরা আন নিসার ৯৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে আসলে কি বুঝাতে চেয়েছেন যেখানে তিনি বলেন-‘অক্ষমতা ছাড়া যেসব ঈমানদাররা (জিহাদে অংশগ্রহণ না করে) বসে আছে তারা কখনো তাদের সমান হতে পারে না যারা আল্লাহ্র পথে জান মাল দিয়ে জিহাদ করে.....’) যারা দেশের ‘উন্নতি অগ্রগতি’ সাধন করছেন, মানুষকে (কুফ্যারদের) আনুগত্য ও নিরাপত্তার দিকে আহ্বান করছেন?!?

আমাদের কাজ হলো এমন যেখানে রয়েছে ধুলাবালি, আহত হওয়ার ঝুঁকি, মৃত্যুর পদধ্বনি ও অস্ত্রের ঝনঝনানি, উচু পাহাড় বেয়ে ওঠার ঝুঁকি, বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভয়!!? অতএব কে আসবে এমন কাজে??

আমরা শত্রুদের গর্দান উড়ানো([২৮] বলুন আমরা কিভাবে সূরা মুহাম্মাদের ৪১ নং আয়াতকে বিকৃত করবো যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন-‘যখনই তুমি (জিহাদে) কাফিরদেরকে পাবে তখন তাদের গর্দান উড়াতে থাকবে যতক্ষণ না তুমি তাদেরকে ব্যপকভাবে হত্যা করতে সক্ষম হবে।), হত্যা করা([২৯] বলুন সূরা আত তাওবার ৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা যে বলেছেন-‘তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদেরকে গ্রেফতার করবে, তাদেরকে বেঁধে ফেলবে এবং তাদের উপর আক্রমণের জন্য ঘাঁটিতে ওঁত পেতে থাকবে’ এ আয়াতের কি উল্টা তর্জমা আমরা করবো?) ও তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করা([৩০] দয়া করে আমাদেরকে সূরা আল আনফালের ৬০ নং আয়াতটি কিভাবে বিকৃত করবো তা শিখিয়ে দিবেন যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন-‘তোমরা তোমাদের শত্রুদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি অর্জন করো যাতে তোমরা আল্লাহ্র শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করতে পারো.....

) ছাড়া কিছুই বুঝতে চাই না।

আমরা কেন কুফ্যারদের প্রতি দয়াশীল হই না, আমরা কেন তাদের সাথে বিনম্র হই না যাতে তারা মুসলমান হয়ে যায়!!([৩১] দয়া করে আমাদেরকে শিখিয়ে দিন কিভাবে আমরা সূরা আল ফাতহের ২৯ নং আয়াতটিকে বিকৃত করতে পারি যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন-‘মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর সাথে যারা রয়েছে এদের বৈশিষ্ট্য হলো এরা কুফ্যারদের প্রতি খুবই কঠোর আর(মুমিনদের) নিজেদের মধ্যে পরস্পর দয়াশীল।)

কেন আমরা ‘সমৃদ্ধির’ জন্য জিহাদের কথা বাদ দিয়ে আমাদেরকে ব্যবসা বানিজ্য, নির্মাণ ও কৃষি কাজে নিয়োজিত করি না??

এটা কি সেই ‘বর্বর যুগের’ জিহাদের সময়!!! আমরা এই বিংশ শতাব্দীর আধুনিক যুগের উন্নতি অগ্রগতির সুউচ্চ শিখরে উন্নিত সম্প্রদায়, তথ্য প্রযুক্তি ও মহাকাশ বিদ্যায় আমরা কতো উন্নতি সাধন করেছি। জিহাদের সাথে আমাদের এখন কিসের সম্পর্ক?!?

হে মাননীয় আলিম সম্প্রদায়! আমাদেরকে এই পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করুন.....

হে আল্লাহ্! তুমি এই জাতির যুব সম্প্রদায়কে নেক আমল ও ন্যায় বিচারের দিকে উদ্বুদ্ধ করো

মূলঃ শায়েখ হুসাইন বিন মাহমুদ